



## 274712 - ক্‌ষুধা ও পিপাসার কারণে রোযা ভঙ্‌গে ফলোর হুকুম

### প্রশ্ন

আমি মাগরবিরে নামাযরে আগে ঘুমিয়ে পড়্‌ছেলাম। আর ইফতার করনি। ফজররে নামাযরে সময় আমি জগে উঠ্‌ছে। গত দিন থেকে আমি কিছুই খাইনি। তাই আমি রোযা ভঙ্‌গে ফলেছে। এটা কি জায়যে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু ললিলাহ।

সবার জানা য়ে, রোযা ইসলামরে একটা রুকন (স্তম্ভ)।

কোন মুসলমিরে জন্য নছিক পিপাসা ও ক্‌ষুধার কারণে কথিবা সয়ে রোযা রাখতে পারবে না এ আশংকা থেকে এই ইবাদত পালনে অবহলো করা জায়যে নয়। বরং সয়ে ধরৈষ রাখবে, আল্লাহর সাহায্য চাইবে। ঠাণ্ডা নয়োর জন্য মাথায় পানি ঢালতে ও গড়্‌গড়া কুলকিরতে কোন অসুবিধা নহে।

মুসলমিরে উপর ওয়াজবি রোযা অবস্থায় তার দিন শুরু করা। যদি এমনটা ঘটয়ে য়ে, তিনি রোযাটি পূরণ করতে পারছেন না; নিজরে উপর মৃত্যু বা রোগাক্রান্ত হওয়ার আশংকা করছেন সক্ষেত্রে তার জন্য রোযা ভঙ্‌গা জায়যে। নছিক ধারণা থেকে রোযা ভঙ্‌গবনে না। বরং তিনি কষ্টরে শকার হওয়ার পরে রোযা ভঙ্‌গবনে।

ইবনুল কুদামা বলেন:

"সঠিকি মতানুযায়ী: কটে যদি তীব্র পিপাসা ও তীব্র ক্‌ষুধায় মৃত্যুর আশংকা করনে তাহলে সয়ে ব্যক্তি রোযা ভঙ্‌গে ফলেতে পারনে।"

শাইখ বনি উছাইমীন (রহঃ) আল-কাফী গ্রন্থরে উপর টীকা সংযোগ করতে গিয়ে বলেন:

"যদি কটে পিপাসার ভয় করয়ে।" কনিত্তু এখানে নছিক পিপাসাটা উদ্দেশ্য নয়। বরং যয়ে পিপাসার কারণে মৃত্যুর আশংকা হয় কথিবা শারীরিক ক্‌ষতির আশংকা হয়। [তালীকাত ইবনু উছাইমীন আলাল ক্বাফী (৩/১২৪)]

ইমাম নববী (রহঃ) "আল-মাজমু" গ্রন্থে (৬/২৫৮) বলেন: "আমাদরে মাযহাবরে আলমেগণ ও অন্যান্য আলমেগণ বলেন: যয়ে ব্যক্তি ক্‌ষুধা ও পিপাসার শকার হয়ে মৃত্যুর আশংকা করছে তার উপর রোযা ভঙ্‌গে ফলো অনবির্ষ; এমনকি সয়ে যদি সুস্থ-



সবল ও গৃহবাসী (মুকীম) মানুষ হয়ত তদুপর। যহেতে আল্লাহ তাআলার বাণী হচ্ছ- "আর নজিরো খুনোখুনি করো না। নশিচয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াবান"।[সূরা নসিা, ৪:২৯] আল্লাহ তাআলা আরও বলেন: "নজিদেেরকে ধ্বংসরে দকিঠেলে দিও না"।[সূরা বাক্বারা, ২:১৯৫] তবে, অসুস্থ ব্যক্তরি মত এ ব্যক্তরি উপরও কাযা পালন করা আবশ্যক হবে।  
আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।[সমাপ্ত]

অতএব, আপনার উপর ওয়াজবি হল: এই দিনরে রোযাটি কাযা পালন করা। আর আপনি যদি রোযা ভাঙগার ক্ষতেরে তাড়াহুড়া করে থাকনে এবং কষ্ট হওয়ার আগরে রোযা ভেঙগে ফলেনে; য়ে কষ্ট রোযা ভাঙগাকে বধৈতা দয়ে; সকে্ষতেরে আপনার উপর আবশ্যক হল: কৃত কর্মরে জন্য আল্লাহর কাছে তওবা করা এবং এমন কর্ম দ্বতীয়বার আর না করা।

আরও জানতে দেখুন: [65803](#) নং ও [37943](#) নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।